গাংনীতে ৫ টি বোমা সাদৃশ বস্তু উদ্ধার

গাংনী উপজেলার খাসমহল সীমান্ত থেকে ৫ টি ককটেল সাদৃশ্য বস্তু উদ্ধার করেছে গাংনী থানা পুলিশ। ভারতীয় সীমান্তে আন্তর্জাতিক পিলার ১০৮/১ এস এর নিকটবর্তি বাংলাদেশের অভ্যন্তরের একটি পুকুরের মধ্যে থেকে কসটেপ মোড়ানো এই বোমা বস্তুগুলো উদ্ধার করে পুলিশ।

শুক্রবার দিবাগত (১০ জুন) রাত ১১ টার দিকে এই বোমা উদ্ধার করে গাংনী থানা পুলিশের একটি টীম।

আজ শনিবার (১১ জুন) দুপুরের দিকে গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রাজ্জাক এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, খাসমহল গ্রামের আব্দুল হান্নানের একটি পরিত্যক্ত পুকুরে লালটেপ মোড়ানো বোমাগুলো প্রথমে বিজিবি সদস্যরা দেখে থানা পুলিশকে খবর দেন। পরে ধলা পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ এএসআই আযম ও তার সঙ্গীয় ফোর্সসহ সেখানে গিয়ে এগুলো উদ্ধার করে পানিভর্তি বালতিতে রাখা হয়। এলাকায় আতংক তৈরী করতে কোনো দুস্কৃতিকারীরা এ গুলো রেখে গেছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

তিনি আরও বলেন, ওই এলাকায় দুটি পক্ষ বিবাদে জড়িয়ে উত্তেজনা তৈরী করেছেন। কোনো পক্ষ প্রতিপক্ষদের ফাঁসাতে এগুলো রাখতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। ওসি আব্দুর রাজ্জাক দুপুরেই এলাকায় গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করছেন বলে জানান তিনি।

কুষ্টিয়ায় অন্য ব্র্যান্ডের চাউল প্রস্তুত করার অপরাধে লাখ

টাকা জরিমানা

দেশের বৃহত্তম চালের মোকাম কুষ্টিয়ার খাজানগরে অভিযান চালিয়ে অন্য ব্র্যান্ডের চাউল প্রস্তুত করার অপরাধে দুই প্রতিষ্ঠানকে ১লাখ টাকা জরিমানা করেছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন অধিদপ্তর।

শনিবার দুপুরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন অধিদপ্তর খুলনা বিভাগীয় উপ-পরিচালক মোঃ ইব্রাহিম হোসেনের নেতৃত্বে ও জেলা খাদ্য অফিসের সহযোগীতায় এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে নিজের মিলে অন্য ব্যান্ডের চাউল প্রস্তুত করার অপরাধে মেসার্স গ্রাম সরকার অটো রাইচ মিলকে ৫০হাজার ও ভিআইপি অটো রাইচ মিলকে ৫০হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়।

এসময় জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক সুবির নাথ চৌধুরী, জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষন অধিদপ্তর কুষ্টিয়ার সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডলসহ র্যাব সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর শহরে এক ব্যাক্তির ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার

মেহেরপুর শহরে রুবেল হোসেন নামের এক ব্যক্তির ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করেছে মেহেরপুর সদর থানা পুলিশ।
রুবেল শেখ মেহেরপুর শহরের জেলখানাপাড়া এলাকার মইন শেখের ছেলে।

আজ শনিবার (১১ জুন) সকালের দিকে তার নিজ ঘরের আড়ার সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় রুবেলের মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ।

সদর থানার ওসি শাহ দারা খান জানান, স্থানীয়দের দেওয়া খবরের ভিত্তিতে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। পারিবারিক সূত্রের বরাত দিয়ে তিনি আরও জানান, দুই বছর আগে তার স্ত্রী তাকে তালাক দিয়ে চলে গেছে। রাতে খাওয়া দাওয়া করে রাতে ঘরে শুয়ে ছিলেন রুবেল। সকালে তার মা তাকে ডাকাডাকি করেও কোনো সাড়া পাননি। পরে এলাকার

মানুষ ঘরের দরজা ভেঙ্গে তার ঝুলন্ত মরদেহ দেখে পুলিশকে খবর দেন।

মেহেরপুরে জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তোযাম্মেল আজমকে জেলা প্রেস ক্লাবের সংবর্ধনা

মেহেরপুর সরকারি কলেজের বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও মুক্তিযুদ্ধের গবেষক আব্দুল্লাহ আল আমিন ধুমকেতু বলেন, এক জনমে কত কাজ করা যায় সেটা সাংবাদিক তোযাম্মেল আজম করে দেখিয়েছেন। সাহিত্য চর্চার জন্য প্রিন্ট পত্রিকা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তোযাম্মেল আজম সেই সময়ে প্রিন্ট পত্রিকা প্রকাশ করে সেটিও দেখিয়েছেন। ৯০ দশকে সৈরাচার বিরোধী আন্দোলনে তোযাম্মেল আজম তার লেখনি দিয়ে বিরাট সাড়া ফেলেছিলেন। কোন অপশক্তির কাছে মাথা নত করেননি তিনি। কোন প্রাপ্তির প্রত্যাশা নিয়ে নয়, কাজ করেছেন নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে। বসুন্ধরা মিডিয়া কর্তৃক এ্যাওয়ার্ড পাওয়ায় মেহেরপুরের জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তোযাম্মেল আজমকে সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি।

আজ শনিবার সকাল ১০টায় মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাব কর্তৃক সংবর্ধনা দেওয়া হয়।

মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহবুব চান্দুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা সমবায় অফিসার মাহাবুবুল হক মন্টু, মেহেরপুর প্রতিদিনের সম্পাদক ইয়াদুল মোমিন, বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থা (বাসস) এর জেলা প্রতিনিধি দিলরুবা ইয়াসমিন, সাংবাদিক আবু নাসের চৌধুরী, আমিরুল ইসলাম অল্ডাম, হারুন অর রশিদ রবি, আকতারুজ্জামান।

সংবর্ধিত সাংবাদিক তোযাম্মেল আজম বলেন, এই প্রাপ্তি শুধু আমার একার নয়, এই প্রাপ্তি মেহেরপুর জেলাবাসীর। তিনি মেহেরপুরের সাংবাদিকসহ বসুন্ধরা মিডিয়ার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

উল্লেখ্য, বসুন্ধরা মিডিয়া গ্রুপ, সারা বাংলাদেশের ৬১ জন জৈষ্ঠ সাংবাদিককে সম্প্রতি সংবর্ধিত করেন। মেহেরপুরের জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তোযাম্মেল আজম এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে মেহেরপুর জেলা থেকে নির্বাচিত হন। সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে জেলা প্রেস ক্লাবের সকল সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

অভিনব প্রচার মাইকে মুগ্ধ মেহেরপুর পৌরসভার ৩ নং ওয়ার্ডবাসি

কাউন্সিলর প্রার্থীর প্রতিক বোতল। তাই অটোবাইকের সামনে পেছনেসহ চাররপাশে বোতল টানিয়ে দিনরাত ওয়ার্ডে ঘুরছে সৈয়দ বাপ্পীর প্রচার মাইক।

মেহেরপুর পৌর সভার ৩ নং ওয়ার্ডের সাধারণ কাউন্সিলর প্রার্থী সৈয়দ বাপ্পী’র এই অভিনব প্রচারণা মুগ্ধ করেছে সাধারণ ভোটারদের।

ইজিবাইক চালক মধু মিয়া জানালেন, আমার ইজিবাইকের চারপাশে প্রার্থীর প্রতিক বোতল টানিয়ে রাখায় প্রচার মাইকের বাড়তি আকর্ষণ বেড়েছে। ভোটাররা সহজেই প্রতিকটা চিনতে পারছেন। এছাড়া অভিনব এই প্রচারণা সাড়া ফেলেছে মানুষের কাছে।

শহরের তাতীপাড়া, বেড়পাড়া, হঠাৎপাড়া, শাহজীপাড়া ও ফুলবাগানপাড়াপাড়ার একাংশ নিয়ে মেহেরপুৃর পৌর সভার ৩ নং ওয়ার্ড গঠিত। এই ওয়ার্ডে মোট ভোটারের সংখ্যা ২৭৬০ জন। গত বারে ভোটার সংখ্যা ছিল ২৭০০ জন।

ওয়ার্ডে এবার সদ্য বিদায়ী কাউন্সিলর সৈয়দ বাপ্পী (বোতল প্রতিক), ইনছান মন্ডল (টেবিল ল্যাম্প প্রতিক), জাহাঙ্গীর আলম (উট প্রতিক) ও ইভান শেখ (ডালিম প্রতিক) কাউন্সিলর পদে নির্বাচন করছেন।

সৈয়দ বাপ্পী বলেন, আমি বিগত পাঁচ বছরে আমার ওয়ার্ডের বিধবা ভাতা, বয়স্ক ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা বাড়ানোর পাশাপাশি রাস্তা ঘাটের

উন্নয়ন ও করোণাকালিন সময়ে আমি তাদের পাশে ছিলাম। এলাকার মানুষের কবর খোড়া, লাশ ধোয়ানো ও করোণাকালিন সময়ে করোণায় মারা যাওয়া লাশ পর্যন্ত ধুঁয়ে তাদের দাফন করেছি। আমি সব সময় ওয়ার্ডবাসির সুখে দুখে পাশে থেকেছি। তাদের সকল বিপদের সময় পাশে থেকে উপকার করেছি। বিগত দিনের মূল্যায়নে এবারও আমাকে তারা ভোট দেবেন বলে আমার বিশ্বাস।

মায়ের পর চলে গেল মেয়েও

কুষ্টিয়ায় কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় গৃহবধূ রিনা খাতুনের মৃত্যুর পর চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছে তার মেয়ে জয়া খাতুন। এ সময় আহত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন স্বামী আশরাফুল ইসলাম জনি (৩৬)।

শুক্রবার (১০ জুন) রাত সাড়ে ৯টার দিকে কুষ্টিয়া-রাজবাড়ী আঞ্চলিক সড়কের নন্দনালপুর ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, জনি তার স্ত্রী ও সন্তানকে নিযে মোটরসাইকেলযোগে পাংশার মাছপাড়া এলাকার শ্বশুরবাড়ি থেকে নিজ বাড়ি কুষ্টিয়ার হাউজিংয়ের দিকে যাচ্ছিলেন। আনুমানিক রাত সাড়ে ৯টার দিকে তারা কুমারখালীর নন্দনালপুর ইউনিয়ন পরিষদ এলাকায় পৌঁছায়। এ সময় একটি কাভার্ড ভ্যান মোটরসাইকেলকে ধাক্কা দেয়। এতে ছিটকে পড়ে ঘটনাস্থলে মারা যান রিনা খাতুন। এ ঘটনায় জনি ও তার সন্তান জয়া আহত হয়। পরে স্থানীয়রা তাদের উদ্ধার করে কুষ্টিয়া সদর হাসপাতালে পাঠায়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ১টার দিকে জয়া মারা যায়।

কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালের আবাসিক মেডিক্যাল অফিসার আশরাফুল আলম বলেন, ’হাসপাতালে আনার আগেই রিনা খাতুনের মৃত্যু হয়েছিল। একই ঘটনায় রাত ১০টার দিকে গুরুতর আহত অবস্থায় নিহতের স্বামী ও মেয়েকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ১টার দিকে মেয়ে মারা যায়। স্বামী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে। তার অবস্থা মোটামুটি ভালো।

কুষ্টিয়ার কুমারখালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি)

কামরুজ্জামান তালুকদার বলেন, ‘কাভার্ড ভ্যানের ধাক্কায় মোটরসাইকেল আরোহী মা ও মেয়ের মৃত্যু হয়েছে। এ ঘটনায় স্বামী হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। টোলপ্লাজা এলাকা থেকে কাভার্ড ভ্যানটি জব্দ করা হয়েছে।

কুষ্টিয়ায় ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন উপলক্ষে কর্মশালা

ভিটামিন এ প্লাস ক্যাম্পেইন উপলক্ষে কুষ্টিয়ায় কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আগামী ১৬ জুন থেকে চার দিনব্যাপী জাতীয় ভিটামিন ‘এ’ প্লাস ক্যাম্পেইন সফল করতে শনিবার সকালে এ ওরিয়েন্টেশন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার বেলা ১১ টায় নিজ কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়া সিভিল সার্জন ডাক্তার এ এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম, জেলা তথ্য কর্মকর্তা শিল্পী মন্ডল, কুষ্টিয়া প্রেস ক্লাবের সভাপতি আল মামুন সাগর। এছাড়াও কর্মশালায় বিভিন্ন গণমাধ্যম কর্মী ও সিভিল সার্জন অফিসের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালায় জানানো হয় জেলায় এবার ৬-১১ মাস বয়সী ২৬ হাজার ৭৩৯ শিশুকে নীল রঙের ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে। আর ১২-৫৯ মাস বয়সী ২ লাখ ৮ হাজার ৫২২ শিশুকে লাল রঙের ভিটামিন এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে।

সিভিল সার্জন বলেন, এর বাইরেও কোনো শিশু থাকলে তাদেরকেও ভিটামিন-এ ক্যাপসুল খাওয়ানো হবে। জেলার মোট ১৫৬৬ কেন্দ্রে ৩১৩২ জন স্বেচ্ছাসেবক এই ক্যাম্পইন সফল করতে কাজ করবে। পথশিশু কিংবা পথ চলতি শিশুদের কথা চিন্তা করে বাস রেলস্টেশনসহ বিভিন্ন জনসমাবেশ স্থলে কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

কর্মশালায় ভিডিও উপস্থাপনের মাধ্যমে ভিটামিন-এ এর গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। শিশু মৃত্যুর ঝুঁকি কমাতে ভিটামিন এ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তাই ৬ মাস বয়স হলেই মায়ের দুধের পাশাপাশি পরিমাণ মত

ঘরে তৈরি সুষম খাবার খাওয়ানোর কথা বলা হয়েছে।

মেহেরপুর জেলা যৌথবাজার ব্যবসায়ী সমিতির প্রেস বিফ্রিং

কোর্ট মসজিদ মার্কেটে অবস্থিত দোকান ঘর ভাঙ্গা, ব্যবসায়ীদের নির্যাতন এবং ব্যবসায়ীদের ক্ষতিগ্রস্ত করার প্রতিবাদে এবং চলমান আন্দোলন ও পরবর্তীতে কর্মসূচীগুলো গ্রহণের লক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা যৌথবাজার ব্যবসায়ী সমিতি প্রেস বিফ্রিং অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার রাতে মেহেরপুর জেলা হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির নিজ কার্যালয়ে এ প্রেস বিফ্রিং অনুষ্ঠিত হয়।

প্রেস বিফ্রিং এ বক্তব্য রাখেন জেলা ব্যবসায়ী সমিতির আহ্বায়ক ও বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মনিরুজ্জামান দিপু।

এসময় তিনি বলেন, ২০০৬ সালে মসজিদের উন্নয়ন প্রকল্পে মসজিদ কমিটিকে ২৫ টি দোকান বাবদ ২ লাক্ষ ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হয় যার রশিদ সহ সমস্ত প্রমাণ আছে তাই কোন ভাবেই এগুলো অবৈধ দোকান হতে পারে না। প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশ যার ঘর নাই তাকে ঘর তৈরি করে দেওয়া কিন্তু মেহেরপুরের ব্যবসায়ীরা ঘরছাড়া হলেন। তারা বলছেন অবৈধ দোকান কিন্তু জেলা প্রশাসকের পক্ষ থেকে ভাড়ার নোটিশ প্রদান এটি বিবেচনার বিষয়।

তিনি আরো বলেন, ব্যবসায়ীদের মোট ক্ষতি আনুমানিক ১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। এত ক্ষতি করাই অবিলম্বে আমরা এসিল্যান্ডের অপসরণ চাচ্ছি। আমাদের বর্তমান আন্দোলন ১২ তারিখ পর্যন্ত চলমান থাকবে। আমাদের পাঁচ দিনের যে কর্মসূচি ছিলো তাতে যদি কোনো ব্যবস্থা গৃহীত না হয় তাহলে ১২ তারিখ রাতে জেলার সকল ব্যবসায় সমিতি আলোচনা করে ১ দফা আন্দোলনে আমরা যেতে বাধ্য হব। যেটি হবে মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের অপসারণ।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি আব্দুল

হান্নান, সহ সভাপতি মমিনুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক জাহিদ ইকবাল সিমন, বড় বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক আমিরুল ইসলাম খোকন, সহ-সভাপতি মোস্তাফিজুর রহমান, ওয়াপদা মোড় ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি এম. এ কুদ্দুস, সহ-সভাপতি আশিকুর রবিন, কাথুলী বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মোঃ সাহেব আলী, সহ-সভাপতি তোফাজ্জেল, গাংনী বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি মোঃ সাহাব্বুরর রহমান, সাধারণ সম্পাদক বজলুর রহমান, হোটেল বাজার ব্যবসায়ী সমিতির দপ্তর সম্পাদক আবু হোসেন কাঁকন, নির্বাহী সদস্য মোঃ রাশেদ খান, কামরুজ্জামান পলাশ, মোঃ বিল্লাল হোসেন মিঠু প্রমুখ।

প্রসঙ্গত, মেহেরপুর জেলা মডেল মসজিদের শ্রীবৃদ্ধি ও সরকারি জমি দখলমুক্ত করতে গত মঙ্গলবার মেহেরপুর কোর্ট মসজিদ মার্কেট ভবন উচ্ছেদ করে জেলা প্রশাসন।

শিক্ষক-ছাত্রদের ভালবাসায় আবেগে আপ্লুত ১৯৯৮ সালের এস.এস.সি ব্যাচ

বন্ধুদের সাথে আড্ডা, খুনসুটি, শিক্ষকদের আদর ভালোবাসা, স্নেহ আর শাসন এই নিয়েই তো স্কুল জীবন। ছোট্ট বেলার সেই স্মৃতি ভূলতে পারেই বা কয়জন। জীবনের একটি সময় জীবিকার তাগিদে সবাইকে যেতে হয় কর্ম জীবনে। দায়িত্ব নিতে হয় পরিবারের। হয়তোবা বন্ধুগুলো চেখের আড়াল হয়, তাই বলে কি তাদের ভূলে থাকা যায়।

শুক্রবার বিকেলে মেহেরপুরের জেলা পরিষদের হলরুমে মিলিত হয়েছিলো মেহেরপুর সরকারী উচ্চ বালক বিদ্যালয়ের এস.এস.সি ১৯৯৮ সালের ব্যাচের বন্ধু ও শিক্ষকরা। সাথে ছিলো আগের ব্যাচের একজন বড় ভাই। হাসি, আড্ডা আর স্মৃতিচারণে কিভাবে যে পার হলো দু’টি ঘন্টা তা হয়তো কেউই টেরই পাননি।

শিক্ষকদের আবেগঘন স্মৃতিতে কিছুক্ষনের জন্য হলেও সবাই ফিরে গিয়েছিলো শৈশবের স্মৃতিমাখা দিনগুলোতে। তৈরি হয়েছিলে এক আবেগঘন

পরিবেশের। যেখানে শিক্ষকরা তুলে ধরলেন স্কুল জীবনের শাসন আর ভালোবাসা গল্পগুলো।

তাদের হাতে গড়া ছাত্রগুলো যে আজ কেউ চিকিৎসক, কেউ ইঞ্জিনিয়ার, কেউ বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুলের শিক্ষক। কেউবা ব্যবসায়ী আর কেউবা রয়েছে সাংবাদিকতায়। তাদের নিয়ে গর্বের শেষ নেই শিক্ষকদের। তবে এখনও যে সব ছাত্র পিছিয়ে রয়েছে তাদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানালেন শিক্ষকরা।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই শিক্ষক ও স্কুল জীবনের বড় ভাইদের ফুল দিয়ে বরণ করে নেয় ১৯৯৮ এস.এস.সি ব্যাচের শিক্ষার্থীরা। পরে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এ ব্যাচের ছাত্র, মুন্সী রাশেদুল হক সজিব। সঞ্চালনা করেন মীর দানিয়েল হোসেন রনি।

বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর সরকারী উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের সহকারি প্রধান শিক্ষক আনিসুজ্জামান, সিনিয়র শিক্ষক আব্দুল মান্নান, এস.এস.সি ১৯৯৭ সালের সভাপতি ও এন.আই.সি.ভি.ডি এর কার্ডিও লজিস্ট ডাঃ মোঃ কাজল আলী।

পরে ১৯৯৮ সালে এস.এস.সি ব্যাচের নব নির্বাচিত কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সেলিম রেজা, চ্যানেল ২৪ এর সেরা প্রতিবেদক হওয়ায় স্টাফ রিপোর্টার রাশেদুজ্জামান ও এশিয়ান টেলিভিশনের সেরা সংবাদদাতা হওয়ায় মিজানুর রহমান জনিকে ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

মহানবী (সাঃ) নিয়ে কটুক্তি করার প্রতিবাদে কোটচাঁদপুরে বিক্ষোভ

মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) কে নিয়ে ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির মূখপাত্র নূপুর শর্মাসহ দুই নেতার কটুক্তিকর মন্তব্য করার প্রতিবাদে ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শুক্রবার বাদ জুম্মা শহরের মেইন বাসষ্টান্ড মসজিদ চত্তর থেকে বাংলাদেশ তাহফুজে খতমে নবুওয়াত উপজেলা শাখার আয়োজনে এই বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

বিক্ষোভ মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ শেষে একই স্থানে শেষ হয়। এসময় সাধারণ মুসল্লীরা ভারতের ক্ষমতাসীন দল বিজেপির দুই নেতার বিরুদ্ধে স্লোগান দিতে থাকেন। পরে মেইন বাসষ্টান্ড চত্তরে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা তাহফুজে খতমে নবুওয়াতের সভাপতি মাওলানা আমান-উল্লাহ্ আমান, সাধারণ সম্পাদক মুফতি মাহমুদুল হাসান, হাফেজ মাওলানা ইব্রাহিম খলিল সহ স্থানীয় ওলামায়ে কেরাম।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) ও হযরত আয়েশা (রাঃ) কে নিয়ে নুপুর শর্মার কুরুচিপূর্ণ বক্তব্য বিশ্বের মুসলমানদের হৃদয়ে আঘাত হেনেছে। বাংলাদেশের মুসলমানসহ বিশ্বের কোটি কোটি মুসলমান বিজেপির এই নেতা সহ ভারতের বিরুদ্ধে নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

অবিলম্বে বিশ্বের মুসলমানদের বিশ্বাস ও ধর্মের প্রতি সম্মান জানিয়ে ভারতকে ক্ষমা চায়তে হবে। এবং কটুক্তিকারীদের গ্রেফতার করে শাস্তির আওতায় নেওয়ার দাবি জানান। সেই সঙ্গে ভারতের সকল পণ্য বয়কটের ঘোষণা দেওয়া হয়।

বিক্ষোভ সমাবেশে বিভিন্ন মসজিদের হাজার হাজার ধর্ম প্রাণ মুসুল্লী অংশ গ্রহন করেন। এদিকে বিক্ষোভ সমাবেশকে কেন্দ্র করে আইন-শৃঙ্খলা বজায় রাখতে কোটচাঁদপুর থানা পুলিশের পক্ষ থেকে নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়ানো হয়।